দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 9 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় হবে শিলাইদহ-শাহজাদপুরে

## কবিগুরুর জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা

■ বাসস ও ইউএনবি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শনিবার ওসমানী মিলনায়তনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এই আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্মের সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত এবং যুব সমাজকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষায় সংস্কৃতি চর্চা আরো বিকশিত করার ওপর জোর দেন।

তিনি দুঃখ করে বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য নতুন প্রজন্ম যে কোন উপায়ে অর্থ রোজগারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। একমাত্র সংস্কৃতি চর্চা তাদেরকে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব হেদায়েত উল্লাহ আল মামুন। স্মারক বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. ফখরুল আলম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে সরকার সকল প্রকার সহযোগিতা দেবে। তিনি বাঙালির জীবনের সকল ক্ষেত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিচরণের কথা তুলে ধরে বলেন, আমরা সুখ-শান্তি, আন্দোলন-সংগ্রামসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তার

এরপর পৃষ্ঠা ৮, কলাম ১

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে রবীন্দ্রনাথের ১৪৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন —পিআইডি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

## প্রধানমন্ত্রী

কর্মময় জীবনকে খুঁজে পাই। এত বছর পরও রবীন্দ্র সাহিত্য আমাদের জীবনে চির জাগ্রত হয়ে রয়েছে।' শেখ হাসিনা বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা এবং বাঙালি জাতিকে তার কালজয়ী সৃষ্টি গীতাঞ্জলীর মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পরিচিত করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আরেক মহান ব্যক্তি বাঙালি জাতিকে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

শেখ হাসিনা বাংলা সাহিত্যে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলমন্ত্র জয়বাংলা স্লোগান তার কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনি বলেন, আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে যারা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নিয়ে টানা-হেঁচড়া করে বাঙালির জীবনে তার অবদানকে খাটো করতে চান। তিনি তাদের সমালোচনা করে বলেন, এমন কোন বাঙালি নেই যার জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিদিনই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পায়, যা কিছু সুন্দর ও কল্যাণকর তিনি আমাদের জন্য তাই রেখে গেছেন।'

তিনি বলেন, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে শান্তিনিকেতনের আদলে শাহজাদপুরে একটি শাখাসহ শিলাইদহে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা ভিন্নতর মাত্রা পাবে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। শেখ হাসিনা বলেন, শিলাইদহে শান্তিনিকেতনের মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার কথা বলে গিয়েছিলেন জাতির পিতা। শিলাইদহের এক নেতা '৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তৃতা আমাকে দেখিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি একথা বলে গেছেন। আমরা শিলাইদহ ও শাহজাদপুরকে ঘিরে শান্তিনিকেতনের আদলে একটি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় করবো।

শেখ হাসিনা বলেন, রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র তার গান, কবিতা ও সাহিত্য দিয়ে মূল্যায়ন করলে চলবে না, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার অবদানকেও তুলে আনতে হবে। এ প্রসঙ্গে নোবেল বিজয়ের প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে ক্ষুদ্র ঋণ চালু করার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনিই প্রথম কৃষি সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।' আমাদের চিরায়ত সৃষ্টিশীলতাকে ধারণ, সম্প্রসারণ, নবায়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পরিচিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহ আরো বেশি চর্চা ও গবেষণা করা বিশেষ জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জনগণের উন্নয়নে কাজ করার জন্য সবলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্বকবির মানবপ্রেম ও দেশপ্রেমকে ধারণ করে আমরা আমাদের দেশকে গড়ে তুলবো। তিনি তার ভাষণের শুরুতেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।